জীবনানন্দ দাশ

রূপসী বাংলা

রূপসী বাংলা

জীবনানন্দ দাশ

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২৫

প্রচ্ছদ: আহমাদ বোরহান

প্রকাশক: জিয়াউল হাসান নিয়াজ

অঙ্গসজ্জা: শাহরিয়ার হাসান

©

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা

ফোন: 01798659146

হোয়াটসঅ্যাপ: 01798659146

ই-মেইল: Premiumpublications4@gmail.com

বইমেলা পরিবেশক: বইমই প্রকাশনী

অনলাইন পরিবেশক: রকমারি, পিবিএস, ওয়াফিলাইফ সহ

দেশসেরা সকল অনলাইন বুকশপে পাওয়া যাচ্ছে

ISBN: 879-489-79769-9-6

মূল্য: ১৫০ টাকা

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

ভূমিকা

“রূপসী বাংলা” জীবনানন্দ দাশের একটি জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ, যা তার মৃত্যুর পরে ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। এটি এমন এক কাব্যগ্রন্থ যেখানে প্রকৃতি, ইতিহাস, মানবিক শূন্যতা এবং বিষাদ একে অপরের মধ্যে মিশে আছে। জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যিক সৃষ্টির সত্যিই তুলনা নেই।

এই কাব্যগ্রন্থের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল:

প্রকৃতি-চিত্রায়ণ

নস্টালজিয়া ও প্রেম

রোমান্টিকতা ও বিষাদ

প্রকৃতির সাথে জীবনের সংযোগ স্থাপন

আধুনিকতার চেতনা

এই কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলোর মধ্যে “আবার আসিব ফিরে,” “বাংলার মুখ,” এবং “এই পৃথিবী যেমন আছে” বিশেষভাবে জনপ্রিয়। “রূপসী বাংলা” জীবনানন্দ দাশের শিল্পকলার নিখুঁত এক প্রকাশ, যেখানে তিনি বাংলার প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক, তার অন্তর্গত সৌন্দর্য, এবং বিষাদময় অনুভূতির মিশ্রণ তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এটি বাংলা কবিতার অমর রচনা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

লেখক পরিচিতি

জীবনানন্দ দাশ বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য রত্ন ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, যিনি আধুনিক বাংলা কবিতার নির্মাতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে পরিচিত। তাঁর কাব্যশৈলী, চিত্রকল্পের সৃষ্টিশীলতা এবং প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেম বাংলা সাহিত্যে তাঁকে অমর করে রেখেছে।

জীবনবৃত্তান্ত

জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি, পশ্চিমবঙ্গের বরিশাল জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশের) কুমিরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে পড়াশোনা করেন।

তাঁর কবিতা প্রথম জীবনে তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেনি, সমালোচক এবং কিছু বিশেষ পাঠক শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে পরবর্তীতে, বিশেষ করে ১৯৪০-এর পরবর্তী সময়ে, সাহিত্যিক সমাজে তাঁর সাহিত্যকর্ম বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ হওয়া শুরু করে। তাঁর সাহিত্যকর্মের গভীরতা, নৈরাজ্যবোধ, এবং মানবিক সত্যের প্রতি স্বাচ্ছন্দ্য কবিতাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

জীবনানন্দ দাশের জীবন ছিল সংগ্রামের। ছোটবেলায় আর্থিক দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। তাঁর পরিবারও ছিল তুলনামূলকভাবে দরিদ্র। তবে তিনি সাহিত্য ও কবিতার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়েছিল একধরনের একাকিত্বের মধ্যে। তাঁর কবিতায় বিষাদ এবং নিঃসঙ্গতার যে চিত্র পাওয়া যায়, তা বাস্তবতারই প্রতিফলন।

জীবনানন্দ দাশের জীবনের একটি অগ্নিকুণ্ড ছিল তাঁর একাকিত্ব এবং মানসিক যন্ত্রণা। তাঁর জীবন অনেকটা নিঃসঙ্গতা এবং জীবনের প্রতি এক গভীর বিষাদে ভরা ছিল। ব্যক্তিগত দুর্দশা হিসেবে আর্থিক সংকট এবং পেশাগত চ্যালেঞ্জ ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। এছাড়াও তাঁর জীবনের অন্যতম বড় দুর্ঘটনা ছিল তাঁর স্ত্রীর অকাল মৃত্যু, যা তাঁকে মানসিকভাবে চরমভাবে প্রভাবিত করে। এই দুঃখ এবং প্রিয়জনকে হারানোর অনুভূতি তাঁর কবিতার মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল। তাঁর কবিতার অনুপ্রেরণা অনেকটাই এই ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনাগুলো থেকেই এসেছে।

১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর মাত্র ৫৫ বছর বয়সে কলকাতায় অকস্মাৎ এক ট্রাম দুর্ঘটনায় তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে যায়। এটি ছিল তাঁর জীবন ও সাহিত্য কর্মের এক অপ্রত্যাশিত ও দুঃখজনক পরিণতি। তবে মৃত্যুর পর তাঁর কাজ ব্যাপক প্রশংসা পায় এবং নতুন এক মর্যাদা লাভ করে। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার একজন অমর কবি হিসেবে পরিচিতি পান।

সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশের অবদান:

১। আধুনিক বাংলা কবিতার পথিকৃৎ

জীবনানন্দ দাশ ছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি। তিনি কবিতায় নতুন ধরনের আবেগ, রূপক এবং চিত্রকল্পের ব্যবহারের মাধ্যমে কবিতার এক নতুন ভাষা এবং শৈলী সৃষ্টি করেন। তাঁর কবিতায় মানব জীবনের নিগূঢ় সত্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন ভাবনা, অভিব্যক্তির আধুনিকতা, এবং প্রকৃতির রূপ এমনভাবে ফুটে উঠেছে যা পাঠককে এক ভিন্ন জগতে নিয়ে যায়।

এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে তাঁর সাহিত্যিক সৃষ্টি আজও পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষিত করার ক্ষমতা রাখে।

২। প্রকৃতি-চিত্রায়ণ এবং দর্শন

তাঁর কবিতায় প্রকৃতির রূপ যেমন বিরাট ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি মানুষের অনুভূতি, একাকিত্ব, এবং অস্তিত্বের সংকটও প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কাজের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেম রয়েছে, তবে সেই প্রেমের মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের শূন্যতা, বিষাদ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। "রূপসী বাংলা" কাব্যগ্রন্থে কবি বাংলার গ্রাম্য প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং এর নিস্পাপ সত্তা তুলে ধরেছেন, তবে একই সাথে বাংলার ক্ষয়, বিষাদ এবং সময়ের সাথে পরিবর্তনও ফুটিয়ে তুলেছেন। ফলে তিনি আজও একজন অনুপ্রেরণাদায়ী কবি হিসেবে বিবেচিত।

৩। চিত্রকল্প ও ভাষার বৈচিত্র্য

জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় এমন চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন যা সাধারণভাবে অনুভব করা যায় না। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি, সময়, অনুভূতি এবং মানব মননের এমন একটি মিলন ঘটেছে যা পাঠককে চিন্তা করতে বাধ্য করে। কবিতার মাধ্যমে তিনি প্রকৃতির সশব্দ চিত্র রচনা করেছেন যা তাঁর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন এবং শ্রেণি-অবিভক্ত পাঠকদের কাছে আবেদনময় ছিল।

৪। বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্ব

জীবনানন্দ দাশের সাহিত্য আজও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রেখেছে। তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতির ব্যাখ্যা এবং গভীর মানসিক জটিলতা সমালোচক এবং শিক্ষার্থীদের

মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত। তাঁর কবিতায় মানবের আত্ম-অনুসন্ধান এবং অস্তিত্ববাদ (Existentialism) ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়, যা সমকালীন দার্শনিক চিন্তা-ভাবনাকে স্পর্শ করেছে।

৫। মরণোত্তর পরিচিতি

জীবনানন্দ দাশের কবিতা ও সাহিত্য-জীবনের পরিপূর্ণ মূল্য পেয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর। দুঃখজনক হলেও স্বস্তির যে আজ তিনি বাংলা সাহিত্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি হয়তোবা মৃত্যুর আগে নিজের কাজের জনপ্রিয়তা দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু পরিশেষে তাঁর অমর সৃষ্টির সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে। আজ তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

জীবনানন্দ দাশ বাংলা সাহিত্যের এক কালোত্তীর্ণ কবি; যার কাব্যশৈলী, প্রাকৃতিক দৃশ্যকল্প এবং দার্শনিক মনোভাব বাংলা কবিতাকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। সাহিত্যিক অবদান, আধুনিকতার প্রতি আগ্রহ, এবং মানব জীবনের প্রতি অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল অমর করে রেখেছে।

সূচিপত্র

সেই দিন এই মাঠ ১২
তোমরা যেখানে সাধ ১৩
বাংলার মুখ আমি.. ১৪
যতদিন বেঁচে আছি ১৫
একদিন জলসিড়ি নদীটির............................ ১৬
আকাশে সাতটি তারা.................................... ১৭
কোথাও দেখিনি ১৮
হায় পাখি, একদিন ১৯
জীবন অথবা মৃত্যু... ২০
যেদিন সরিয়া যাব ২১
পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত ২২
ঘুমায়ে পড়িব আমি..................................... ২৩
ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন ২৪
যখন মৃত্যুর ঘুমে.. ২৫
আবার আসিব ফিরে.................................... ২৬
যদি আমি ঝ'রে যাই.................................... ২৭
মনে হয় একদিন ২৮
যে শালিখ মরে যায়..................................... ২৯
কোথাও চলিয়া যাব ৩০
তোমার বুকের থেকে.................................... ৩১
গোলপাতা ছাউনির...................................... ৩২